ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মে মাসেই কি বিয়ে তাপসীর?

পৃঃ ৫

আইপিএলে কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে পান্তকে খেলার অনুমতি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭৫ ● কলকাতা ● ০৩ চৈত্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৭ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দেশখালির ঘটনার পেছনে

কাদের হাত ছিল? এই প্রথম মুখ খুললেন শাহজাহান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ৫ই জানুয়ারি ইডি পেটানোর পর থেকে চলছিল খোঁজ। টানা ৫৫ দিন লুকোচুরির পর মিনাখাঁ থেকে সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল মাথা শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। এদিকে অভিযুক্তকে হেফাজতে পেতে আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দীর্ঘ টালবাহানার পর আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে শাহজাহান।তবে শাহজাহানের কথায় আমল দিতে নারাজ সিবিআই। ওই এলাকায় শাহজাহানের যা ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি তাতে একটা গাছের পাতাও নাকি তার কথা ছাড়া নড়ত না। সেখানে এত বড় কাণ্ড শাহজাহানের কোনও রকম নির্দেশ ছাড়াই হয়ে যাবে সেকথা মানতে নারাজ সিবিআই। রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির থেকে শাহজাহানকে একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়েছে সি বি আই ও. হেফাজতে শেখ

এরপর ৩ পাতায়

বঙ্গে ৭ দফাতে নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না, দাবি চন্দ্রিমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা ভোটে মোট ৭ দফায় নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান ,তৃণমূল কংগ্রেস এক অথবা দুই দফাতে বঙ্গে নির্বাচন হোক এই আবেদন জানিয়েছিল কমিশনের কাছে।চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরো বলেন, মোদীজির কি কি গ্যারান্টি ছিল? ২০১৪ সাল থেকে যদি ধরা হয়, ২০ কোটি চাকরি হয়নি। কালো ধন উদ্ধার হয়নি। প্রতিশ্রুতি ছিল শুধু মুখের কথা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন জায়গা নেই অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে বলতে হয় না মমতা গ্যারান্টি শব্দটি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন মানুষ এর উপযুক্ত জবাব দেবে লোক দেখানোর জন্য দুটি বিজেপি শাসিত রাজ্য এর সঙ্গে আছে মানুষ বোঝে এসব খেলা। ক্রিকেট টিম নিজেরাই সব ঠিক করে দিচ্ছে। আম্পায়ার নিজেরাই নির্বাচিত করছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কমিশনের কাছে আবেদন জানান ২১০০ অবজারভার থাকছে। একটাই আবেদন সত্যতা যাতে বজায় থাকে । কাউকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য যেন না হয় নির্বাচনে পরিচ্ছন্নতা যেন বজায় থাকে। সব রাজনৈতিক দলের অপরাধ রেকর্ড দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সব রাজনৈতিক দল-প্রসঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোট ৭ দফায়, শুরু ১৯ এপ্রিল, ফল ৪ জুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাত দফাতেই লোকসভা ভোট হবে। শুরু ১৯ এপ্রিল। ফল প্রকাশ হবে ৪ জুন। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই চার রাজ্যের বিধানসভা ভোট হবে। সেগুলি হল, সিকিম, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ।ভুয়ো ভোটার ও ছাপ্পা ভোট রুখতে সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে হবে। ততক্ষণাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভোটার ও দলগুলির যে কোনও অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে শোনা ও পদক্ষেপ করতে হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও সিভিল ভলান্টিয়ার এবং চুক্তিতে নেওয়া কর্মীদের ভোটের কোনও কাজে অথবা নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

জামিন অযোগ্য ধারায় পড়ে থাকা গ্রেফতার সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। কোনও অপরাধী বা দাগিকে যেন গারদের বাইরে ঘোরাফেরা করতে না দেখা যায়। ভুয়ো খবরের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। জেলাস্তরে ভুয়ো, প্ররোচনামূলক খবর ছড়ানো বন্ধ করতে পৃথক সেল খুলতে হবে।শনিবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা ঘোষণা করে বলেন, অন্ধ্রে বিধানসভার ভোট হবে ১৩ মে, অরুণাচলে হবে ১৯ এপ্রিল।একইসঙ্গে ২৬ বিধানসভার উপনির্বাচনও লোকসভা ভোটের সঙ্গেই হবে।

দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৬ এপ্রিল, তৃতীয় দফায় ৭ মে, চতুর্থ দফা ১৩ মে, পঞ্চম দফা ২০ মে, ষষ্ঠ দফা ২৬ মে এবং সপ্তম ও শেষ দফার ভোট হবে ১ জুন।

রাজীব কুমার আরও বলেন, এদিন থেকেই চালু হয়ে গেল

এরপর ৩ পাতায়

সোশাল মিডিয়া, টিভিতে কড়া

নজরদারি কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। এদিন কমিশনার স্পষ্ট করে দিলেন সুষ্ঠভোটের জন্য ভুয়ো খবরের সঙ্গেও লড়বে কমিশন। ভুয়ো খবর প্রচারে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।এদিন নির্বাচন কমিশনার সাফ জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়া, টিভি বা অন্য কোনও ভুয়ো খবর ছড়ানো না হয় সেদিকে ক্রমাগত নজরদারি চালাবে কমিশন। ফলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনও কিছু প্রচারের আগে সর্তক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে বিশেষ প্রযুক্তি। প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ভোটকর্মীদের। কীভাবে ভুয়ো খবরের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তা শেখানো হবে। কোনও সংস্থা বা কেউ ব্যক্তিগত ভাবে যদি সোশাল মিডিয়া, টিভি বা অন্য কোনও

এরপর ৩ পাতায়

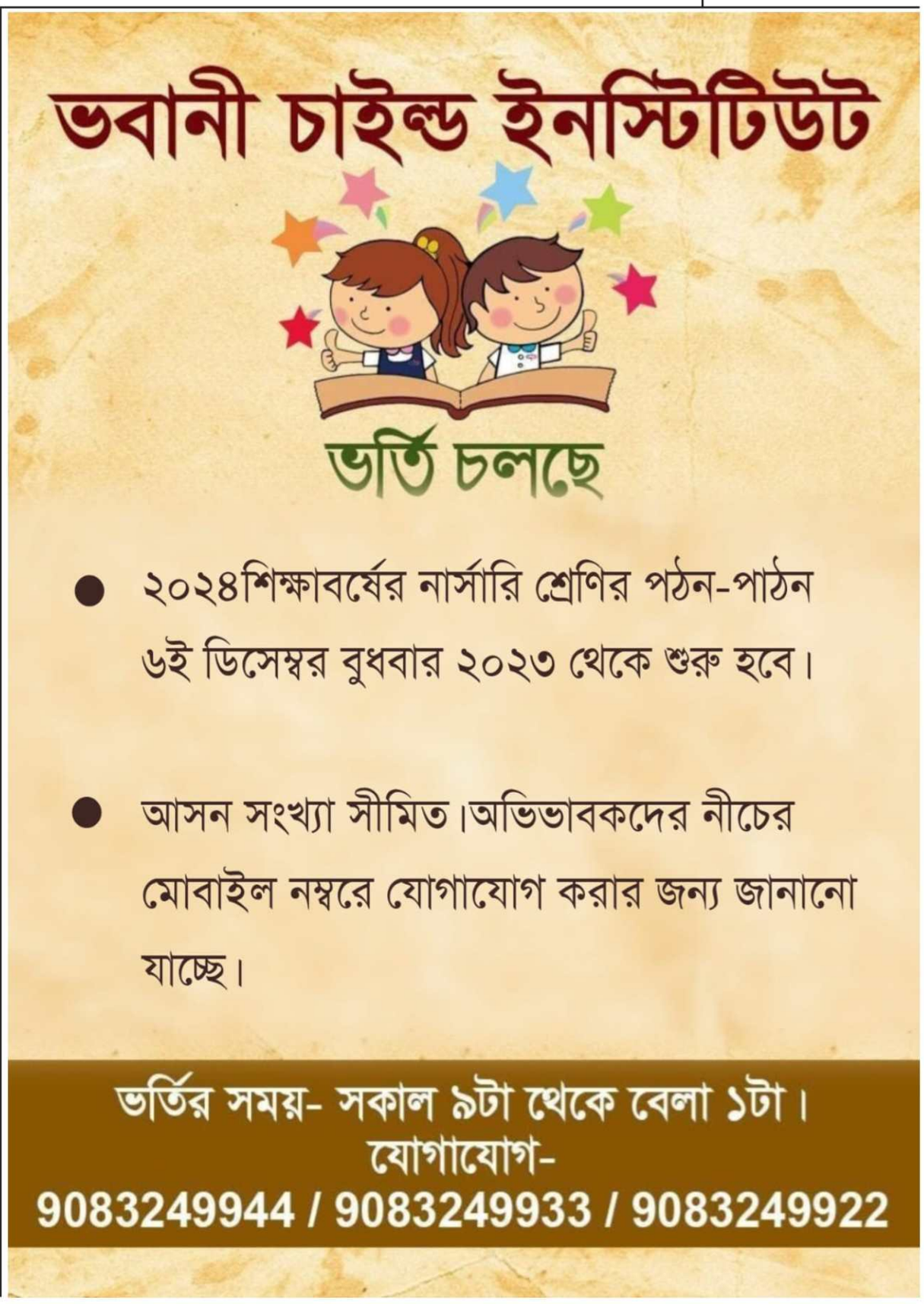

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মরণে

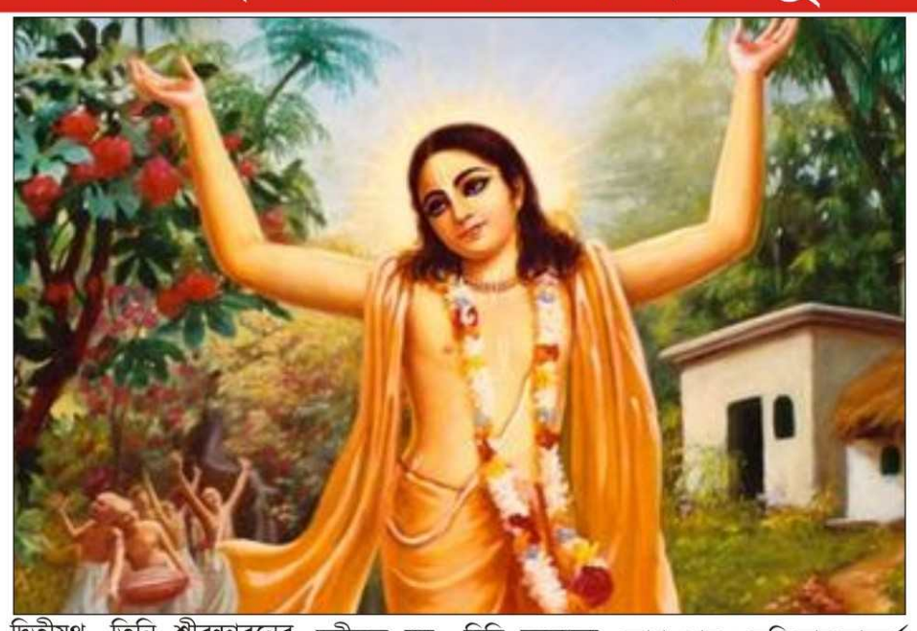

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : নিউজ সারাদিন : (লেখক শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেসের জনসংযোগ আধিকারিক)

বাংলার এক হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- এই সোনার বাংলায় শুধু ফসলই ফলেনি,অজস্র সোনার প্রতিভারও স্ফুরণ ঘটেছে। সেই জ্যোতির্ময় আশ্চর্য্য সব প্রতিভার মধ্যে " নদের নিমাই " শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মধ্যমণি। এহেন প্রেমের অবতার এই বাংলাদেশের উর্বর মাটিতেই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে মনীষা এবং হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছিলেন- " বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া। " ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের মায়াপুর গ্রামে শুভ দোলপূর্ণিমাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন " নদের নিমাই " । গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। আহৈতুকী প্রেমভক্তি আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা। ভগবান হয়েও তিনি এই ধরাধামে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবতরণের প্রধান কারণ- প্রথমত, তিনি শ্রীরাধার প্রেমের মাধূর্য্য এবং স্বরূপ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়থ, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজার পুনরায় প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কলিযুগের উপযোগী করে ভগবানের নাম ও প্রেম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কারন কলিযুগের মানুষ এমনিতেই স্বল্পায়ু এবং জীবন যুদ্ধে অতিশয় ব্যস্ত। তাদের পক্ষে জটিল পূজার্চনা বা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভগবান আত্মারাম হয়েও 'স্বমাধূর্য্য' আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? যাঁর কৃপালাভের জন্য সারা বিশ্ব পাগল, যাঁর শুধামৃত পানে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ত। যাঁকে দর্শন করলে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, যাঁকে স্পর্শ করলে জীবনে শাশ্বত শক্তির সঞ্চার হয়, যাঁর সান্নিধ্যে এলে লজ্জা- ঘৃনা- ভয় দূরীভূত হয়। যিনি ভক্তদের কৃপা করতে সর্বদা উৎসুক, যিনি ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের প্রাণের আশ্বাস, যিনি ভিতচিত্তের সর্বস্ব, যিনি অপূর্ণের পূর্ণ - শূন্যের ষোল আনা, যিনি পরম পিতা, পরম মাতা, যিনি সুখের প্রভাত, আবার দু:খরাত্রির অবসান, যাঁর কন্ঠস্বরে দিব্য লীলার সুর ঝংকৃত , যিনি সর্বদা দিব্য কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন ধর্মের নামে হিংসা - অধর্ম। যাঁর অলৌকিক প্রভাবে জগাই মাধাইয়ের মতো শত শত ঘোর মদ্যপও মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। অহিংসা সাম্যবাদী আন্দোলনই যে সমস্যা সমাধানের রাস্তা এই সত্য ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম দেখা গেল। শত সহস্র মানুষ তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ত্যাগ, প্রেম ও অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর অপূর্ণতায় ব্যাথিত হয়ে বলেছেন- 'আমাদের মধ্যে হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিস্মৃত মানব প্রেমের বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- 'যেখানে একবিন্দু যথার্থ ভক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে যে উহা নদিয়া কেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম প্রণয়ের মাহাত্ম্য কণিকা। চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন-'আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছেন গৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্তি আমার সব কুসংস্কার, সব দোষ দূর করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। কবি নজরুল ইসলামের কবিতার কিছু অংশ- 'বনচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায় তোরা দেখবি যদি আয়।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষনের দ্বারা সকলে প্রভাবিত হয়েছিল। যেমন তৎকালীন বাংলার শাসন কর্তা সুলতান হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী- সাকর মল্লিক (প্রধানমন্ত্রী) এবং দবীর খান (অর্থমন্ত্রী) পরবর্তীকালে সনাতন এবং রূপ গোস্বামী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, বল্লভাচার্য, গোপাল ভট্ট এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র। এমনকি তৎকালীন ভারত সম্রাট আকবরও তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে বলেছেন- 'ঐছন পহুঁকো যাই বলিহারি।

শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমের ফল স্বরূপ মানুষ ফিরে পেল মনুষ্যত্বের মর্যাদা, পেল মুক্তির স্বাদ, শুচি হল মুচি, যবন হল নামাচার্য্য, উঁচু - নীচু বিভেদভাব, বৃথা অভিলাষ,হিংসা - দ্বেষ হল দূরীভূত। বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণে আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান চিরভাস্বর। শুভ আবির্ভাব দিবসে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের চৈতন্য চেতনার উদ্বুদ্ধ করেন।

সমাজ সংস্কার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

শ্রীতারকব্রক্ষ দাস ব্রক্ষচারী : নিউজ সারাদিন : শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিস্করূপ।তার আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ক্ষাত্র পরিপুষ্ট ব্রাক্ষন্য সংস্কৃতি সমাজের সাধারণ মানুষকে পীড়িত করেছিলেন। বুদ্ধদেব এসে যদিও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন তবুও পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ, সৌরতন্ত্র,হীনযান,মহাযান,বজ্র যানাদি প্রভৃতি কূট নিয়মে মানব সমাজে কল্যাণের পথ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যায়। তৎপরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদি প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের ছিল এই সব বিষয় থেকে বহু দূরে। আর শূদ্র জাতীয় সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। তাদের জীবন ছিল ভারবাহী পশুর মতো, গলায় ঘন্টা বেঁধে তাদের পথ চলতে হতো। তারপর আবার বাংলা সেন রাজগন জাতিভেদকে শতধা ভাগে ভাগ করলেন। ঐ সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হলে উচ্চ শ্রেণীর নিস্পেষণে শূদ্র জাতীয় সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে হাঁপিয়ে উঠলো। অনন্তর তুর্কির আক্রমণে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হলো, আর মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠান সমূহ ধংস হতে লাগলো, জনজীবন ভীষনভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বিদেশীদের আক্রমণে ভারতবাসীর ধর্মজিবনে বিপর্যয় নেমে এলো। মুন্ড নিয়ে গেন্ডু খেলার মধ্যে দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। সমাজের এই প্রকার দুরাবস্তা দর্শন করে শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সনাতন বৈদিক সমাজকে সংকটময় পরিস্থিতি হতে রক্ষা করার জন্যে তুলসী- গঙ্গাজলে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধানে উপনীত হলে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খৃঃ) ফালগুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীশচীদেবী-জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররুপে নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হন। সুমহান ব্যক্তিত্বের জনক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ এক তাৎপর্যমন্ডিত যুগান্তরকারী ঘটনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের দিনে গভীর অন্ধকারচ্ছন্ন সময়ে সহদ্র সূর্যের মতো দশদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাব সমাজ জীবনে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন এক মহান বিপ্লবী সমাজ-সংস্কার । সমাজের ভয়ানক দুঃসময় তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্য কলির যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ- শ্রেণী নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবোধে উদ্দীপিত করে বৈদিক সাম্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল বিজয় পতাকা তিনি উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন। ব্রাক্ষণ্য স্মৃতি শাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন ভেদ নেই। চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ন হয়, তবে সে ব্রাক্ষণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তী পরায়ন যবন হরীদাসকে তিনি আচার্যত্ব দান করলেন। খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধর হতে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত, মহাপাপী জগাই-মাধাই হতে রাজমন্ত্রি রূপ-সনাতন পর্যন্ত আপামর মানুষকে তিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে একত্রিত করে মানবতার স্বাভাবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনেন। ধনী-নির্ধন ব্রাক্ষণ-চণ্ডাল- ম্লেচ্ছ, উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তিনি মানবতার এক আসনে বসবার সুযোগ দান করলেন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে। অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, কলুষিত মূঢ় ম্লান সমাজকে প্রেম, স্নেহ- ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে তিনি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে রক্ষা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন - জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আতঙ্কিত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও কলহে শতধা বিভক্তি ভেদবুদ্ধি কলুষিত সমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে হলে নতুন দৃষ্টিতে ধর্ম সংস্থাপন করতে হবে। আর সেই দৃষ্টি হলো স্নেহ-প্রেম ও অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তৎকালে নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী আদেশ জারি করেছিলেন - নগরে বা গৃহে কেউ হরিনাম সংকীর্তন করলে সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সদলে হুঙ্কার দিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে চাঁদকাজীর অঙ্গনে গিয়ে উচ্চস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবমন্ডিত ও গম্ভীর মুখমন্ডল, অহিংসা প্রেমের নির্ঝর, অপার করুণাপূর্ন দৃষ্টি দর্শন মাত্রেই চাঁদকাজী মুগ্ধ, অভিভূত এবং

এরপর ৩ পাতায়

।। শ্রীরামপুর থানার পাশে স্থাপিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে, ২০২৪ খ্রি: শীতলা (ছোট মা) মায়ের দর্শন।। ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম। মার্জ্জনীকলসোপেতাং

অর্জুন সিং বঙ্গ-বিজেপির 'অর্জুন': বিজেএমসি

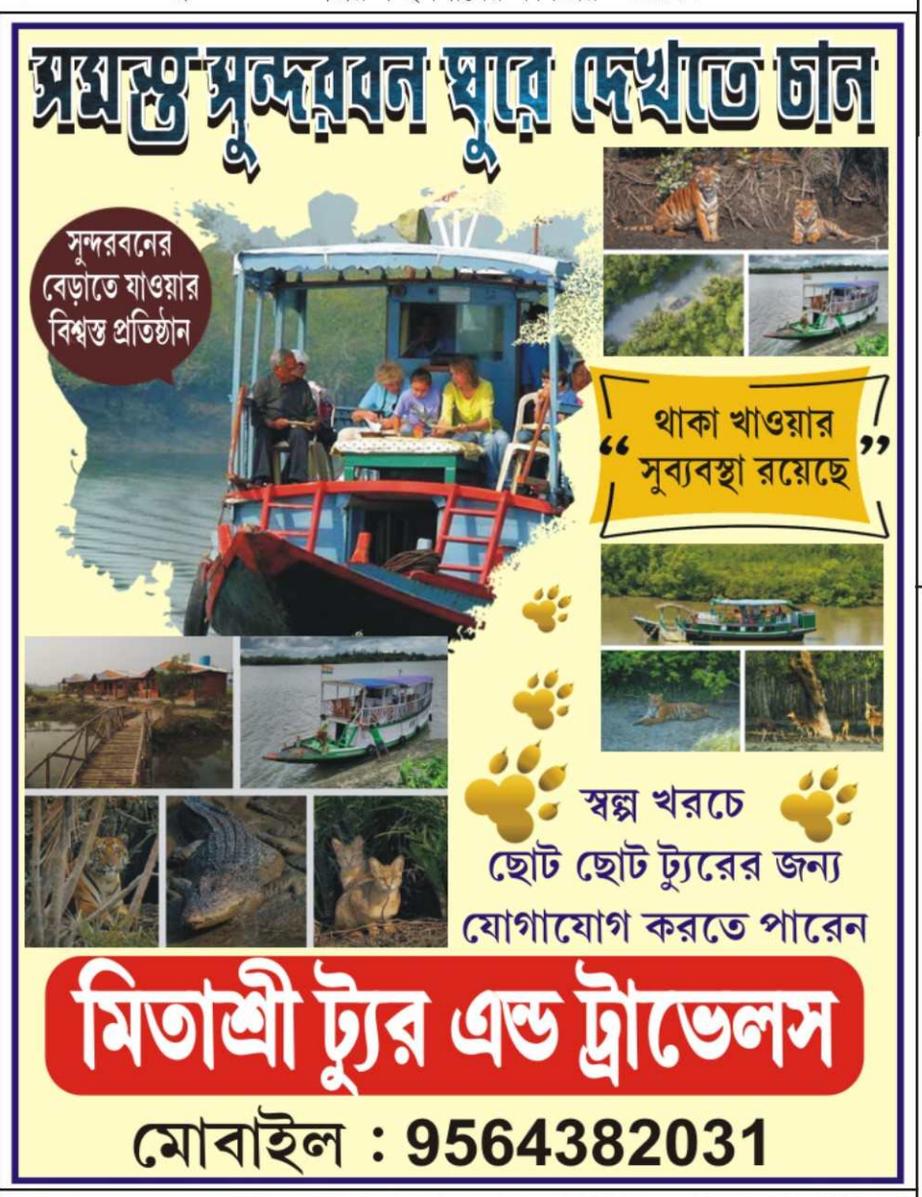

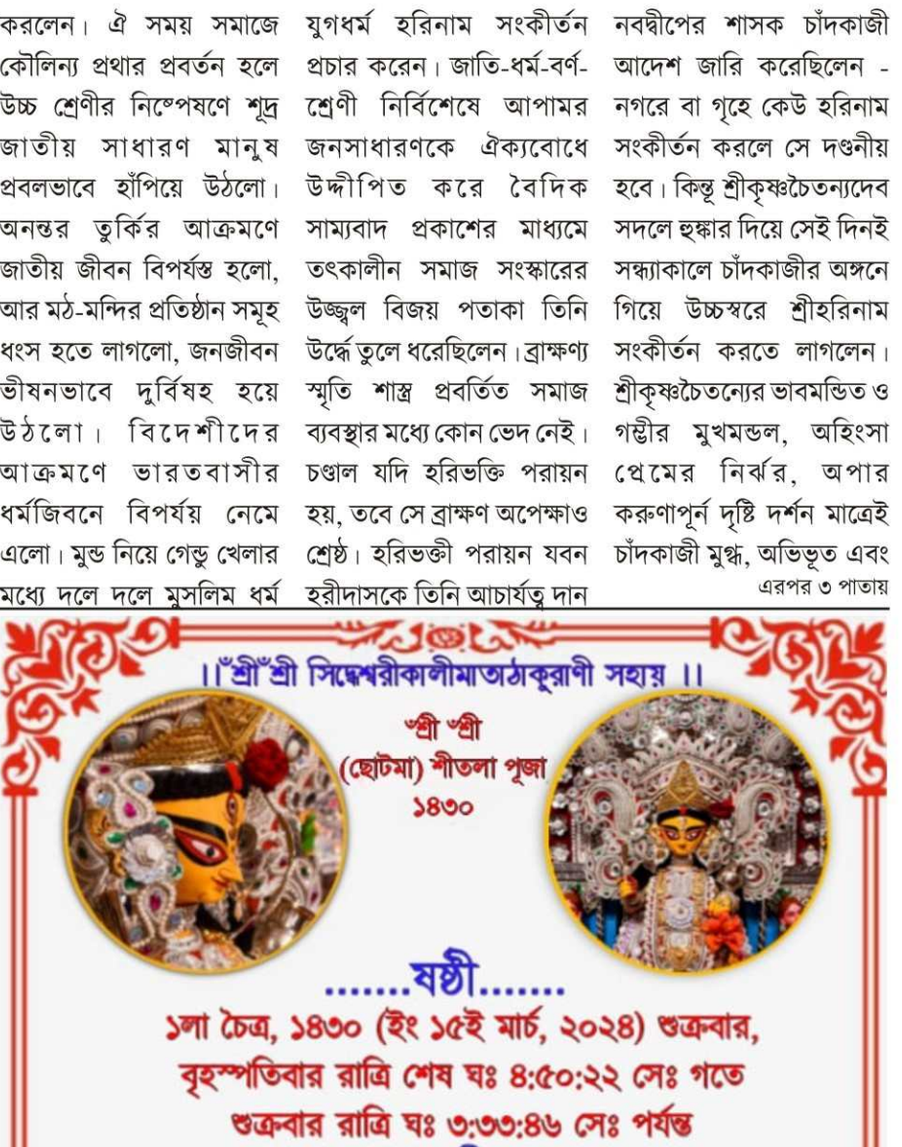

জগদীশ যাদব, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : সারাদেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আজ আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি ভোটের দিন সকাল থেকে রাস্তায় থাকবেন। একই সময়ে, বিজেপি শিবিরও অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আজ ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের (বিজেএমসি) জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু ব্যারাকপুরের বর্তমান লোকসভা সদস্য, অর্জুন সিং কে আজ আবারও বিজেপি তে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেন, যে বিজেপির অর্জুনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং বিজয়ী। অর্জুন সিং আমাদের অর্জুন এবং তার তীরে আবার ব্যারাকপুরে পদ্ম ফুটবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসি নেতা রাজু আয়েঙ্গার প্রমুখ।

ভোটারদের প্রভাবিত করতে টাকা বিলি?

১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেবে কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটারদের প্রভাবিত করতে কোথাও কোনও টাকা-পয়সা বিলির ঘটনা ঘটলে, বা কোনও উপহার দেওয়ার ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সময়ে সাংবাদিক বৈঠকে একথাই জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যিনি অভিযোগ পাঠাচ্ছেন, তাঁর মোবাইলের লোকেশন পেয়ে যাবে কমিশন। অভিযোগকারী কোথায় রয়েছেন, তা সেই লোকেশন দেখে বুঝে যাবেন কমিশনের অফিসাররা। সেই মতো সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। উল্লেখ্য, অতীতে নগদ টাকা থেকে শুরু করে মদ, প্রেশার কুকার, শাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিলি করে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠে এসেছে। এসব ঘটনার বন্ধ করতে এবার কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করছে কমিশন।এই ধরনের টাকা-পয়সা বিলি বা অন্য যে কোনও ধরনের ফ্রি-বি বিলির ঘটনা কোথায় দেখতে পেলে সাধারণ মানুষ যাতে এগিয়ে এসে অভিযোগ জানান, সেই বিষয়ের উপরেও জোর দেন তিনি। এর জন্য 'সি-ভিজিল' অ্যাপে অভিযোগ জানানোর বিশেষ ব্যবস্থা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, যদি কোনও নাগরিক কোনও অভিযোগ জানাতে চান, তাহলে সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। ভোটারদের প্রভাবিত করতে কোথাও কোনও টাকা-পয়সা বিলি বা অন্য কিছু বিলির কোনও ঘটনা দেখতে পেলে, নাগরিকদের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবি তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কমিশন থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৫০ -এই নম্বরে অভিযোগ জানালে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হবে। অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১-ম পাতার পর

বঙ্গে ৭ দফাতে নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না, দাবি চন্দ্রিমার

যখন বলছে ইলেকশন কমিশন এই কথা তখন খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।কিন্তু সাত দফায় নির্বাচন বঙ্গে করার কথা ঘোষণা করে কমিশন যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিরোধিতা করলেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার যুক্তি বেশি দফায় ভোট হলে সে ক্ষেত্রে ভোটারদের আগ্রহ কমে যায়। ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে উপস্থিতি কম হয়। শুধু তাই নয়, দফা বাড়লে যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা বেশি থাকে তিনি বাড়তি সুবিধা পান। ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ভোট প্রচারে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, বিগত লোকসভা নির্বাচনে একাধিক দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়েছিল।এর ফলে ভোটারদের নির্বাচনে ভোটদানের উপস্থিতি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তাই তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার এক অথবা দুই দফাতে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে ভোট করার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বদলে গিয়ে হয়েছে এক্সট্রোশন ডিরেক্টরেট। ইলেকশন বন্ডের যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি যেখানে যেখানে এজেন্সিগুলি হানা দিয়েছে সেসব জায়গায় মানুষ বেশি পরিমাণ অর্থ দিয়ে এই বন্ড কিনেছে । তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।তাই দফা বেশি নির্বাচনে হলে যেমন ভোটারদের উপস্থিতি কমে যায় তেমনি যে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনে খরচা করার ফান্ড কম থাকে তাদের থেকে যে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অর্থের পুঁজির জোগান বেশি থাকে তারা বাড়তি সুবিধা পায় এবং ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলনের দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের সাত দফায় নির্বাচনে প্রয়োজন ছিল না হয়তো। কিন্তু তবুও নির্বাচন কমিশন বঙ্গে সাত দফায় নির্বাচন করছেন। অথচ অনেক বড় বড় রাজ্য আছে যেখানে নির্বাচন এক দফায় অথবা দু দফাতে হবে।

১-ম পাতার পর

সোশাল মিডিয়া, টিভিতে কড়া নজরদারি কমিশনের

মাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়ায় সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।ভোটের প্রচারে প্রতিপক্ষকে পিছনে ফেলে জনতার মন জিতে নেওয়াই চ্যালেঞ্জ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে।তাই কমবেশি সমস্ত দলের নেতা-নেত্রী থেকে প্রার্থী, সকলেই চেষ্টা করেন অন্যের খামতিগুলো তুলে ধরে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর। আর সেখানেই অনেকসময় দেখা যায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে সোশাল মিডিয়াকে ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয় ভোট প্রচারে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য প্রচার করা হয় সোশাল মিডিয়া, টিভিতে। ইন্টারনেটের যুগে যা বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এই ভুয়ো খবর ছড়ানো রুখতে এবার ততপর কমিশন।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোট ৭ দফায়, শুরু ১৯ এপ্রিল, ফল ৪ জুন

আদর্শ আচরণবিধি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছভাবে কাজ করতে হবে। সমচোখে দেখতে হবে সকল রাজনৈতিক দলকে এবং মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। নিচুতলা পর্যন্ত অফিসাররাও যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, তার নিশ্চয়তা তৈরি করতে হবে আধিকারিকদের। ভোটার কিংবা প্রার্থীদের কাছে যেন কোনও হুমকি-সতর্কতা না পৌঁছায়।ভোটারদের আস্থা অর্জনে অনেক আগে থেকে আধা সেনা মোতায়েন করতে হবে। জেলাশাসক, এসপি এবং পুলিশ কমিশনারদের সাধারণ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে বাহিনী মোতায়েনের দায়িত্ব নিতে হবে। বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে সাপ্তাহিক বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলিকে অবহিত করতে হবে। যদি কোথাও কোনও গন্ডগোলের খবর আসে সেখানে ততক্ষণাত পর্যবেক্ষক পাঠাতে হবে। তাঁরা পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলবেন। পর্যবেক্ষকদের নাম, পরিচয়, ফোন নম্বর প্রকাশ করতে হবে।

উদ্ধার অপহৃত বাংলাদেশী জাহাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশের নিশানধারী জাহাজ এমভি আবদুল্লা। ভারত মহাসাগর থেকে বাণিজ্যতরীটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জলদুস্যরা। জাহাজে থাকা ২৩ জন নাবিককে পণবন্দি করা হয়। খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত সেই জাহাজটি উদ্ধারের জন্য ছুটে যায় ভারতীয় রণতরী। অপহরণের দুই দিন পর জলদস্যুদের পরাস্ত করে জাহাজটিকে উদ্ধার করল ভারতীয় নৌসেনা।উল্লেখ্য, গত মাসেই সোমালিয়ার পূর্ব উপকূলে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল ইরানের

এরপর ৪ পাতায়

কংগ্রেস-আইএসএফের সঙ্গে জোট নিয়ে বড় ইঙ্গিত দীপ্সিতার, কী বলছেন বাম নেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৬ জন প্রার্থীর নাম সামনে এনেছে দল। কয়েকদিন আগেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শ্রীরামপুর থেকে লড়ছেন দিপ্সীতা ধর। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বালি থেকে লড়তে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে এই প্রথম লোকসভার ময়দানে। তবে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দিপ্সীতা।দীপ্সিতা বলছেন, "আমরা চাই তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই হোক। এদের বিরুদ্ধে যাঁরা আছেন তাঁদের এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সেই জন্য একটু সময় লাগছে। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে সময় লাগছে। আমরা অপেক্ষা

করছি। আমরা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সময় পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।" প্রসঙ্গত, এদিনই বাংলায় সাত দফায় লোকসভা ভোটের ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। কিন্তু, বামেরা কী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস, আইএসএফের সঙ্গে সমঝোতা করে ভোটে লড়বে? বোঝাপড়া হবে তো আসন নিয়ে? প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। এদিকে বিজেপি আবার প্রথম দফায় বাংলায় ২০ জনের প্রার্থী তালিকা সামনে এনেছে। পরের তালিকা এখনও আসেনি। তা নিয়ে খোঁচা দিলেন দীপ্সিতা।বিজেপির প্রার্থী তালিকার প্রসঙ্গ উঠতেই বাম নেত্রী বলেন, "লড়াইটা আমাদের আদর্শের মধ্য দিয়ে হবে। বিজেপি অর্ধেক দিয়েছে ভেবেচিন্তে। বাকি অর্ধেক দেওয়ার জন্য যাঁরা তৃণমূলে টিকিট পেলেন না তাঁদের সবাইকে ঠিকমতো পজিশন দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।" এদিকে বাংলায় ৮ আসনে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আইএসএফ। তাঁদের ইচ্ছে তালিকায় আবার যাদবপুর, শ্রীরামপুরের মতো আসনও রয়েছে। শ্রীরামপুরে দীপ্সিতার পাশাপাশি যাদবপুর থেকে লড়ছেন সৃজন ভট্টাচার্য। যদিও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলছেন, "ডায়মন্ড-হারবারে আইএসএফের আগ্রহ আছে বলে তো আমরা শুনিনি। ওরা আগ্রহী যাদবপুরে। ডায়মন্ড-হারবারে তো ভাঙড় নেই।" অন্যদিকে মুর্শিদাবাদেও বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

রোচে চালু করেছে ওক্রেভাস® (ওক্রেলিজুমাব)-একটি যুগান্তকারী ব্লকবাস্টার থেরাপি,

ভারতে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) চিকিৎসাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওক্রেভাস হল রিল্যাপসিং রেমিটিং মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (আরআরএমএস) এবং প্রাইমারি প্রগ্রেসিভ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (পিপিএমএস) উভয়ের জন্য প্রথম এবং একমাত্র অনুমোদিত ডিজিজ মডিফাইং থেরাপি (ডিএমটি)।

প্রথম এবং একমাত্র অনুমোদিত উচ্চ কার্যকারিতা থেরাপি যেখানে বিশ্বব্যাপী ৩০০০০০+ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, ১০০টি দেশ জুড়ে অনুমোদন এবং ১০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা ডেটা সহ শুধুমাত্র ২ ঘন্টার আধানের সাথে দুবার বার্ষিক চিকিতসার বিকল্প সহ প্রথম এবং একমাত্র অনুমোদিত এমএস ড্রাগ নিউদিল্লি, রোচে ফার্মা ইন্ডিয়া আজ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এর চিকিৎসার জন্য তার ব্লকবাস্টার ব্রেকথ্রু ড্রাগ, ওক্রেভাস® (ওক্রেলিজুমাব) শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে, যার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়া অসংখ্য রোগীর অপ্রতুল চাহিদা মেটাতে তার নিউরোলজি পোর্টফোলিও প্রসারিত করছে। ভারতে এই দুর্বল রোগ। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যক্তির মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস নির্ণয় করা হয়, যা অল্প বয়স্কদের মধ্যে অ-ট্রমাটিক অক্ষমতার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এটিই একমাত্র মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ড্রাগ যা আরআরএমএস এবং পিপিএমএস উভয়ের চিকিতসার জন্য অনুমোদিত ১০ বছরেরও বেশি ক্লিনিকাল এবং বাস্তব বিশ্বের ডেটা যা হাইলাইট করে:

- আরআরএমএস-এ আক্রান্ত ৮০%-এরও বেশি লোক এবং ওক্রেভাস-এর সাথে চিকিৎসা করা পিপিএমএস-এর ৩৩%-এরও বেশি লোকের অক্ষমতার অগ্রগতির কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি
- দুই বছর আগে ওক্রেভাস শুরু করা আরআরএমএস আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায় ১০ বছরের রোগের অগ্রগতি রক্ষা করে
- আরআরএমএস-এর ৯২% লোক যারা আগে ওক্রেভাস পেয়েছিলেন, তাদের হাঁটার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না
- পিপিএমএস-এ আক্রান্ত ৮০% লোকের ওক্রেভাস-এর সাথে ১০ বছর শুরু এবং একটানা থেরাপি করার পরে হুইলচেয়ারের প্রয়োজন পড়েনি

ওক্রেভাস-এর রোগীদের চিকিতসার প্রতি সর্বোচ্চ দৃঢ়তা এবং উচ্চতর আনুগত্য রয়েছে কারণ এটির বছরে দুবার (প্রতি ছয় মাসে একবার) ডোজ যা বেশি ঘন ঘন (মাসিক) ইনজেকশনের তুলনায় বেশিরভাগ রোগীদের জন্য পছন্দনীয়।৮০% রোগী অন্যান্য ডিএমটি-এর তুলনায় তাদের দ্বিতীয় বছরের চিকিতসার পরে ওক্রেভাস-এর দুবার-বার্ষিক ডোজ মেনে চলেন।

ওক্রেভাস হল একমাত্র এমএস চিকিৎসা যা এমএস-এর বর্ণালী জুড়ে অক্ষমতার অগ্রগতি ধীর করার উপর ধারাবাহিক এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রদর্শন করেছে। এটি পিপিএমএস এবং আরএমএস উভয়ের জন্যই প্রথম এবং একমাত্র অনুমোদিত থেরাপি যেখানে বিশ্বব্যাপী ৩০০০০০+ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

২ পাতার পর

সমাজ সংস্কার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

ভীত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করার জন্য ঢালাও অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর বললেন - আমার বংশে কেউ যদি হরিনাম সংকীর্তন বাঁধা দেয় আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব। এটি অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলনের ও তার সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তার সর্বপ্রথম প্রবর্তক। প্রেমের দ্বারা সকল প্রকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভাব যে দূর হয় তা তিনি নিজ জীবনে এভাবে দেখিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় দান, প্রেম বিতরণ করে শ্রীহরিনামে উন্মুক্তকরন- -এ সকলের মধ্য দিয়েই তিনি বাস্তব সমাজ সংস্কারের রূপটি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরছেন। তাঁর অহিংসক সাম্যনীতি, আর অমৃতময় মধুর জীবনের ছোঁয়াচ পেয়ে সমাজ জিবনে এক জাগরণ প্রকটিত হলো। একই বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রেনেসাঁস ব সমাজের নবজাগরণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সুকোমল প্রেমিক হৃদয় হলেও জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মসংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের দ্বারা সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সংযম, তিতিক্ষা, সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ, প্রতিভা, অনন্য সুলভ পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ, স্বভাব সুলভ কোমল বাক্যালাপ, বিনয়গর্ভ অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি দিব্যগুনাবলী সকল জাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক ছিল। এ জন্যই তার প্রবর্তিত ধর্মে তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এতে নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কাশিবাসি সন্ন্যাসী কুলগুরু প্রকাসানন্দ সরস্বতী, দুর্বিনীত পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ বিজলীখান, নবদ্বীপের শাসনকর্তা মাওলানা সিরাজউদ্দিন চাঁদকাজী, গৌড়ের বাদশা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, বিপক্ষ নৃপতি কুল তিলক মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সদলে বনদস্যু সর্দার নারোজী দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই প্রমুখ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যচরণের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। নৈয়ায়ীক রঘুনাথ, সরল বুদ্ধি শ্রীবাস পণ্ডিত, অতি দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ-সনাতন, তৎকালীন বারলক্ষ মুদ্রা আয়েস জমিদারির অধিপতি রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ রায় প্রমুখগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি গুনাকৃষ্ট হয়ে চিরতরে আত্মসমর্পন করেছিলেন। তাঁর দিব্যগুণাবলীতে জগৎবাসী মুগ্ধ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ পন্থা সমাজের সকলের জন্যই কল্যাণজনক। ভেদবুদ্ধি কবলিত কলঙ্কিত সমাজ জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাম্যচিন্তার আজ প্রয়োজন রয়েছে। নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মের পথে টেনে নিয়েছিলেন, এই ধর্মপথে সকলেই পেল মানবতার অধিকার। এই সংগঠন একটি বড় মহাশক্তি। এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি মনুষত্বের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন । আর সেখানেই সমাজের সকল মানুষ সাম্যের ধারণা পেয়েছিলেন। আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফালগুনী দোলপূর্ণিমায় তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাদের সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালির ঘটনার পেছনে কাদের হাত ছিল? এই প্রথম মুখ খুললেন শাহজাহান

শাহজাহানকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দারা। শোনা যাচ্ছে হঠাতই শাহজাহানের মধ্যে ঠিক-ভুলের বিচারবোধ জাগ্রত হয়েছে।

সিআইডির কাছে থাকাকালীন যেই শাহজাহান রীতিমতো বাঘের মেজাজে চলছিল, এখন নাকি সেই শাহজাহানই বেড়ালের রূপ নিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, জেরায় তিনি জানিয়েছেন, সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা একেবারেই ঠিক হয়নি! সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি জেরায় সন্দেশখালির বেতাজ 'বাদশা' শাহজাহান বলেছেন, সে দিন যা হয়েছিল, তা একেবারেই ঠিক হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসে রেশন দুর্নীতির তদন্তে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে তার অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হয় ইডি। ইডির ওপর হামলার ওই ঘটনার পর টানা ৫৫ দিন ফেরার ছিলেন সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'। তারপর ধরা পড়েন পুলিশের জালে। সেই শাহজাহানই এখন নাকি বলছেন সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা চালানো মোটেও উচিত হয়নি।

শাহজাহানের এই রূপ দেখেও অবশ্য ভুলছে না তদন্তকারী সংস্থা। উল্টে তাদের ধারণা, এসব কথা বলে শাহজাহান বোঝাতে চাইছেন, ওই হামলার সঙ্গে তিনি কোনোভাবেই যুক্ত নন। পাশাপাশি হামলা যারা চালিয়েছে তাদের সেই কাজকেও তিনি সমর্থন করছেন না। সিবিআই এর অফিসারদের মতে, ইডি হামলার ঘটনার সাথে কোনোভাবেই নিজেকে জড়াতে চাইছেন না সন্দেশখালির বাঘ।

সিবিআই সূত্রের খবর, নিজের ওপর থেকে সমস্ত দোষ ঠেলে, কারা ওই হামলা করিয়ে থাকতে পারেন সেই ইঙ্গিতও নাকি দিয়েছেন শাহজাহান। এর মধ্যে তারই 'ঘনিষ্ঠ' সরবেড়িয়ার পঞ্চায়েত প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লার নামও সামনে এসেছে। তিনিও গ্রেফতার হয়েছেন। আপাতত শাহজাহানের মুখ থেকে আর কী কী কথা বের করা যায় সেই নিয়ে কাজ করছে সিবিআই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ১৭ মার্চ, ২০২৪ রবিবার ০৩ চৈত্র, ১৪৩০

৩ পাতার পর

উদ্ধার অপহৃত বাংলাদেশী জাহাজ

নিশানধারী একটি মাছ ধরার জাহাজ। খবর পেয়েই সেটি উদ্ধারের জন্য পৌঁছে যায় নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সারদা। পাকিস্তানি ও ইরানীয় নাবিক মিলে মোট ১৯ জন ছিলেন জাহাজটিতে। জলদস্যুদের কবল থেকে সমস্ত নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করেন ভারতীয় নৌসেনার জওয়ানরা।শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে নৌসেনার তরফে জানানো হয়, 'গত ১২ মার্চ এমভি জাহাজটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জলদস্যুরা। সেটিকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যায় ভারতীয় রণতরী। প্রথমে জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জাহাজটি থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তার পরই সমুদ্রে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। অবশেষে ১৪ মার্চ সকালে জলদস্যুদের কবল থেকে এমভিকে উদ্ধার করা হয়। সোমালিয়া উপকূলের কাছে সেটিকে আটকে দেওয়া হয়। জলদস্যুদের হাত থেকে সফলভাবে মুক্ত করা হয় পণবন্দিদের। জাহাজের সকল বাংলাদেশি নাবিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।' সূত্রের খবর, জাহাজটি অপহরণ করেছিল ১৫ থেকে ২০ জন জলদস্যু। মঙ্গলবার সোমালিয়ার দিকে নিজেদের গোপন ডেরায় জাহাজটি নিয়ে যায় জলদস্যুরা। পণ্যবাহী জাহাজটি বাংলাদেশের শিল্পগোষ্ঠী কবির গ্রুপের মালিকানাধীন। ওইদিন সন্ধ্যায় এমভি আবদুল্লার নাবিক আসিফুর রহমান ফেসবুক পোস্ট জাহাজ অপহরণের কথা জানান। তিনি লেখেন, "সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে আমরা আক্রান্ত। তবে সবাই সুস্থ ও নিরাপদ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।" সেই সময় জাহাজটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে ভারতীয় নৌসেনা।

সম্পাদকীয়

ঘৃণাভাষণ, বিভাজন বরদাস্ত নয়, লোকসভায় দলগুলির জন্য 'লক্ষ্মণরেখা' বেঁধে দিল কমিশন

শনিবার আসন্ন লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ বছর দেশের সাধারণ নির্বাচন হবে ৭ দফায়। ভোট শুরু ১৯ এপ্রিল। লোকসভার ভোটগণনা ৪ জুন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভোটপ্রচারে ঘৃণাভাষণ, লাগামছাড়া মন্তব্য নিয়েও সতর্ক করল নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধির উপর জোর দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার।এছাড়াও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সাংবাদিক বৈঠকে ভুয়ো খবর নিয়ে সতর্ক থাকার কথা জানান। বলেন, 'রাজ্যের নোডাল অফিসারদের হাতে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিলিট করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।' সাধারণ ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, ওমনে রাখবেন, কোনও কিছু শেয়ার করার আগে তা যাচাই করুন, এটাই ভুয়ো খবর রোখার মন্ত্র। সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে ভরসা রাখুন।কোনওভাবেই যেন লক্ষণরেখা অতিক্রম না করা হয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, রাজনৈতিক দলগুলিকে এই ভাষাতেই সমঝে দিল কমিশন।

আদর্শ আচরণ বিধি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজীব কুমার মন্তব্য করেন, দুঃখজনক ভাবে দেশে রাজনীতির মান নিম্নমুখী। সেই কথা মাথায় রেখে 'মডেল কোড অফ কন্ডা' লঙ্ঘনের সমস্ত রকম সম্ভাবনার মাথায় রাখা হয়েছে। সংগ্রহ করা হয়েছে ওই সংক্রান্ত উদাহরণ। এর পরেই চূড়ান্ত গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। যা ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে। দলের তারকা প্রচারকদের হাতেও ওই গাইডলাইন তুলে দিতে বলা হয়েছে। রাজীব কুমার আর জানান, বিশেষভাবে নজর রাখা হবে বিভাজনের রাজনীতির দিকে, কোনওভাবেই ঘৃণাভাষণকে রেয়াত করা হবে না।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

জীবন ছন্দময়। বীণার ঝংকারে উঠে আসে ধ্বনি বা নাদ। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর ভক্তরা সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করলে বীণার ধ্বনি শুনতে পান। বীণার সুর মধুর। পূজার্থী বা বিদ্যার্থী বা শিক্ষার্থীর মুখ নিঃসৃত বাক্যও যেন মধুর হয় এবং জীবনও মধুর সংগীতময় হয় এ কারণেই মায়ের হাতে বীণা। হাতে বীণা ধারণ করেছেন বলেই, তার অপর নাম বীণাপাণি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পত্রিকা বেরোয় চট্টগ্রাম থেকে। নাম 'পয়গাম'। ঢাকা থেকে বের হতো জিন্দেগি, সপ্তাহে মাত্র দুটি সংখ্যা। মাওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় 'আজাদ' কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল ১৯৩৬ সালে। পত্রিকাটি ঢাকায় আসে ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালে বের হয় 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' ও 'দৈনিক সংবাদ'। পরে দৈনিক পাকিস্তান হয়ে যায় দৈনিক বাংলা। ১৯৬৪ সালে আসে পূর্বদেশ, মর্নিং নিউজ। ১৯৭২ সালে সরকারি মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

সংবাদপত্র যে প্রকৃত পক্ষে 'ফোর্থ স্টেট' এ ধারণাটিও মূলত শতাব্দী পুরনো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্যালারিতে উপস্থিত সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের লক্ষ করে রাষ্ট্র কাঠামোতে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বোঝাতে এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, তারা এই রাষ্ট্রের 'ফোর্থ স্টেট'। তাই চলমান জীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিহার্য। সংবাদপত্র পৃথিবীকে মানুষের মুঠোর মধ্যে দিয়েছে। স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ, মানবাধিকার উন্নয়নে ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে, গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকার বিষয়টি আমরা আরও বেশি অনুধাবন করতে পেরেছি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে মানুষের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সংবাদপত্র একটি দেশ ও জাতিকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার জাতির সর্বনাশও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংবাদ পরিবেশনই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ খবর সমাজে শান্তি আনে, আর খারাপ খবর কখনো সমাজকে বিষিয়ে তোলে, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেহেতু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সতর্ক হয়েই লিখতে হয়। সংবাদপত্রে যে সংবাদ সেখানে বিধৃত হবে, সে সংবাদের নানাবিদ উপাদান পাওয়া যাবে সমসাময়িক সমাজ ও সমাজভূমি থেকে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র, যা সেই রাষ্ট্রের সমাজ অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অনিবার্যরূপে, তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সংবাদপত্রের ওপরও বর্তায়। সংবাদপত্র এমন একটি দলিল যা যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। সংবাদপত্রকে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকল্পহীন প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই গণতন্ত্র বিপন্ন হলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিপর্যয় ঘটে আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হলে গণতন্ত্রও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সংবাদপত্র মূলত পাঠকের জন্য এবং সে পাঠক অবশ্যই সমাজমনস্ক পাঠক। সংবাদপত্র যখন সমাজের অবিকৃত নানা ঘটনার একটি নিরপেক্ষ সংবাদচিত্র পাঠকদের উপহার দিতে পারে, তখন সে সংবাদপত্র শুধু পাঠকের খোরাক জোগায় না, একজন সাধারণ পাঠককেও সপ্রতিভ নাগরিক করে তোলে। একজন নাগরিক রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হলে সে যেমন জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে না, তেমনি নিজের কল্যাণ সাধনও তার পক্ষে সার্থকভাবে করা সম্ভব নয়। নাগরিকদের রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের যত উপায় আছে, তার মধ্যে সংবাদপত্রের স্থান শীর্ষে। সংবাদপত্রের জগতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় এবং পৃথিবীর গণমাধ্যমগুলো অতিবৈজ্ঞানিক ত্বরিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হওয়ায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে সাংবাদিকরা দুই জায়গায় দায়বদ্ধ। একটি বিবেক, অন্যটি সমাজ। কলমই হলো সাংবাদিকদের প্রধান অবলম্বন। সাংবাদিকদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েও সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। মিথ্যা সংবাদ কিছুক্ষণ বা কয়েকদিনের জন্য কারো কারো কাছে বাহবা কুড়াতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা যারা সত্য জানেন তাদের কাছে চিরদিনের জন্য ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের লিখনী আমাদের দিকনির্দেশনা দিক। সবাই উন্নয়ন সম্পৃক্ত হই। শুধু আমাদের ভুলত্রুটি লেখাই সাংবাদিকদের কাজ নয়। বরং আমাদের উন্নয়নের চিত্রও জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। একজন সাংবাদিক কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লড়ে সীমিত অধিকার, চাপ ও মৌলিক অধিকার হরণকারী ভীতির মধ্যে সংবাদকর্মীদের সবসময় কাজ করতে হচ্ছে। একটা সংবাদের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় আমাদের সবার সামনে সত্য প্রকাশ হয় তাদের সম্পর্কে এখনো আমরা যতনশীল নই।সাংবাদিকতার প্রথম দায়বদ্ধতা সত্যের কাছে। সাংবাদিকতার প্রথম আনুগত্য নাগরিকজনের প্রতি। সাংবাদিকতার সার কথা হচ্ছে সুশৃঙ্খল যাছাই। যেমন যৌনতা, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বীভৎসতার উৎকট বা নগ্ন প্রকাশ নয়, মৃতের প্রতি সম্মান, লাশের ছবি না ছাপা, খারাপ ভাষা পরিহার, নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখা, ঘটনা বলবেন না-দেখাবেন, এটাই প্রকৃত সাংবাদিকতা। অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কতক গুণ বা যোগ্যতা থাকা দরকার। সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম বিভাগের অনার্স পাস করেও অনেকে পরিপূর্ণ সাংবাদিক হতে পারেন না। আবার অনেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি না নিয়েও বড় মাপের সাংবাদিক হতে পেরেছেন। সাংবাদিক জন্ম নেয় না, তৈরি হয়। সাংবাদিক হবার জন্য কিছু গুণ থাকতে হয়। সাংবাদিক হতে হলে সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক থাকতে হবে। অবলোকনের চোখ থাকতে হবে। বোঝার জন্য মন থাকতে হবে।

আমার হাতে কলম আছে। তাই যা ইচ্ছা লিখে দেব, সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করে দেব এটাকে সাংবাদিকতা বলে না। যা ইচ্ছা তাই লেখার স্বাধীনতা কোনো সাংবাদিকের নেই। সাংবাদিকরা আইনের চোখে অন্য দশজনের সমান। কিন্তু পেশাগত কারণে একজন সাংবাদিক সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। সৎ এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকদের মানুষ সমাদর করে, সম্মান করে। সাংবাদিকদের লেখায় সমাজের লাভের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করা মোটেও সমীচীন নয়। এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পাঠকরা সাংবাদিকদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। পাঠকরা সাংবাদিকদের মতো গুছিয়ে লিখতে পারেন না বলেই সংবাদপত্রের দিকে হাত বাড়ায়। অন্যথায় মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। একজন সাংবাদিকের সাংবিধানিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, মানহানি, অশ্লীলতা, জননিরাপত্তা, ধর্মবিশ্বাস-বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়।তবে সফল সাংবাদিক হতে হলে তাকে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে হবে। বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সাহসী হতে হবে। সবসময় সৌজন্যবাদী ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। শান্তশিষ্ট ও ভদ্র স্বভাবের হতে হবে। অহঙ্কারী অথবা বদমেজাজ ও মানসিকতাসম্পন্ন লোক কোনোদিন সাংবাদিক হতে পারেন না। সাংবাদিককে হতে হবে সৎ। সাংবাদিকতার পথ পিচ্ছিল এবং প্রলোভনে ভরা। যারা প্রলোভন অথবা লোভকে সামলাতে পারবেন তারা সৎ সাংবাদিক খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন। সাংবাদিকের সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। সাংবাদিক হবেন দল বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। সাংবাদিকতায় রসবোধ বা সাহিত্যবোধ থাকে না। তবে সাহিত্য মন ও তীব্র অনুভূতি থাকতে হয়। সাংবাদিকরা পাঠকদের জন্যই রিপোর্ট লিখবেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'মিতিন মাসি' সিরিজের নতুন ছবির শুটিং শুরু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি মাসে 'মিতিন মাসি' সিরিজের নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন কোয়েল মল্লিক। এই চরিত্র এবং তার প্রস্তুতি নিয়ে কথা বললেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' ছবির শুটিং শেষ করেছেন অভিনেত্রী। তার এক সপ্তাহের মধ্যে অভিনেত্রী 'মিতিন মাসি' সিরিজের নতুন ছবির শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। খবর আনন্দবাজারের।

গত বছর পুজোয় মুক্তি পেয়েছিল্ডজঙ্গলে মিতিন মাস্থি। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে নতুন মিতিন অর্থাৎ 'একটি খুনির সন্ধানে মিতিন' ছবিটির শুটিং শুরু করে দিয়েছেন কোয়েল। সাধারণত দু'টি ছবির কাজের মধ্যে কিছুটা বিরতি নেন তিনি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কোয়েল বললেন, আমার ফেব্রুয়ারিতে ছবিটার শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার পর ডেটের সমস্যার জন্য দুটো ছবির শুটিংয়ের মধ্যে সময়টা কমে এল।

কিন্তু দ্রুত শুটিং শুরু করলেও মিতিন নিয়ে কোনও রকম আশঙ্কা মনের মধ্যে পুষে রাখেননি কোয়েল। অভিনেত্রী হেসে বললেন, আগে দুটো ছবি করেছি। তাই খুব একটা ভয়ের কোনও কারণ নেই। মিতিন চরিত্রটি সম্পর্কে তার ধারণা আছে বলেই সহজে এই চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেন বলে মনে করছেন কোয়েল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, আমি দর্শককে নিরাশ করতে চাই না। তাই যতটা সময় পেয়েছি, নিজের ডায়েট এবং জিমের উপর মনোনিবেশ করেছি। কারণ, এ বার মিতিনকে দর্শক প্রচুর মারপিট করতে দেখবেন।

মিতিনের চরিত্রকে শুরু থেকেই কোয়েল 'স্বপ্নের চরিত্র' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কোয়েল বললেন, প্রতিবাদ করুন বা না করুন, মহিলারা দিনের শেষে বিজয়ী। যে কোনও মহিলার মধ্যেই আমি মিতিনকে দেখতে পাই। সমাজমাধ্যমেও অনুরাগীদের তরফে মিতিন চরিত্রে ঘন ঘন অভিনয়ের অনুরোধ আসে বলে জানালেন তিনি। তার কথায়, শুধু মহিলা নন, পুরুষদের থেকেও আমি প্রচুর প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। এমনকি পার্থ (মিতিনের স্বামী) চরিত্রটাকেও দর্শকের পছন্দ। এর পিছনেও অন্য যুক্তি দিলেন কোয়েল। তার মতে, পার্থ না থাকলে মিতিন অসম্পূর্ণ। কোয়েল স্পষ্ট বললেন, পার্থ রয়েছে বলেই কিন্তু বাড়ির বাইরে পা রেখে লড়াই করতে পারে মিতিন। আমার তো মনে হয়, আমাদের প্রতিটা বাঙালি পরিবারেই একজন করে মিতিন লুকিয়ে রয়েছেন।

মে মাসেই কি বিয়ে তাপসীর?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে বলিউডে যেন বিয়ের মৌসুম। একের পর এক নায়িকা বিয়ে করছেন। সম্প্রতি রকুল প্রীত সিংহ বিয়ে করছেন। খুব শীঘ্রই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন কৃতি খরবন্দা। এর মধ্যেই অন্যতম চর্চিত খবর- তাপসী পান্নুর বিয়ে। দীর্ঘ দিনের প্রেমিক ব্যাডমিন্টন তারকা ম্যাথিয়াস বোয়ের সঙ্গে মে মাসেই গাঁটছড়া বাঁধছেন অভিনেত্রী, তেমনটাই জানা গিয়েছিলো। তবে তাপসী কিংবা তার প্রেমিক ম্যাথিউস নিজেরা অবশ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাননি। এ বার বিয়ে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। সাফ জবাব, 'ক্রমাগত আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। যখন জানানোর হবে নিজেই জানাব।'

শোনা যাচ্ছিল, উদয়পুরে বসবে তাপসী-ম্যাথিয়াসের বিয়ের আসর। প্রায় ১০ বছরের সম্পর্ক তাপসীর সঙ্গে এই ডেনমার্কের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের। এতগুলি বছর প্রেমের সম্পর্কে থেকেও কখনো সে ভাবে প্রেমিককে প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। বেশ কিছু মাস আগে প্রেমের সম্পর্কে প্রথমবার সিলমোহর দেন তাপসী। যদিও প্রেমিকের কথা অস্বীকার করেছেন তেমনটাও নয়। কিন্তু নিজের জীবন নিয়ে বরাবরই খুব চুপচাপ তাপসী। এবং খুব বেশি চর্চা হোক সেটাও পছন্দ নয় অভিনেত্রীর। অভিনয় সংক্রান্ত খবর ছাড়া নিজের জীবন আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের ওঠা-পড়া নিয়েও কথা বলতে শোনা যায়নি তাপসীকে। ফলে অভিনেত্রীর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর অনেকেই মুখিয়ে ছিলেন, তাপসী কী বলেন সেটা শোনার জন্য। এ বার তার বিয়ে নিয়ে যে কৌতূহল রয়েছে তা মেটালেন অভিনেত্রী। তাপসী জানান, তিনি এমন কিছু করছেন না যা অবৈধ। তাই জনে জনে জানানোর প্রয়োজন নেই। যখন মনে হবে সঠিক সময় এসেছে, নিজে থেকেই জানাবেন সবটা। কিন্তু অভিনেত্রী আদৌ বিয়ে করছেন কি না, তা নিয়ে একটা জল্পনা জিইয়ে রাখলেন তিনি।

এআই চ্যাটবট হয়ে ফিরলেন মেরিলিন মনরো!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার এআই চ্যাটবট হয়ে ফিরলেন জনপ্রিয় প্রয়াত মার্কিন অভিনেত্রী, মডেল ও গায়িকা মেরিলিন মনরো।

শুক্রবার সিডনির 'এসএক্সএসডব্লিউ' চলচ্চিত্র উৎসবে মার্কিন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা কোম্পানি 'অথেনটিক ব্র্যান্ডস গ্রুপ (এবিজি)'র সঙ্গে যৌথভাবে মেরিলিনের বট সংস্করণের প্রথম ঝলক দেখায় নিজেদেরকে 'বায়োলজিকাল এআই-পাওয়ার্ড ডিজিটাল পিপল' হিসেবে পরিচয় দেওয়া কোম্পানিটি।

মনরো'র পাশাপাশি প্রয়াত পপ কিংবদন্তী এলভিস ও সাবেক বাস্কেটবল তারকা শাকিল ও'নিল 'শ্যাক'সহ অনেক তারকারই ডিজিটাল স্বত্ব রয়েছে 'এবিজি'র কাছে।

সোল মেশিনস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০ মিনিটের মতো কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে মেরিলিনের এই বট সংস্করণ। তাদের দাবি, মানুষের মতো করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ডিজিটাল মনরোও আলাপ করতে পারে।

দিদি ঠকিয়েছে বলে খোঁচা, পাল্টা জবাব দিলেন মিমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গতবারের লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর থেকে মিমি চক্রবর্তী ও বসিরহাট থেকে নুসরাত জাহান বিপুল ভোটে জয়ী হলেও, এবার তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারল না তৃণমূল। রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা পর দেখা গেলো তাতে নাম নেই এই দুই তারকার। এ ঘটনার পর থেকেই নেটপাড়ায় মিমি ও নুসরাতকে নিয়ে তুমুল শোরগোল।

প্রার্থিতালিকা থেকে নিজের নাম বাদ পরায় গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন এই অভিনেত্রী। নুসরাত লিখেছেন, "আমি 'টক' মানুষের চেয়ে 'সাওয়ারডো' বেশি পছন্দ করি।'

প্রার্থিতালিকা থেকে মিমি-নুসরাতের নাম বাদ পরার পর দুই তারকাকে কটাক্ষ করে নানা মিমও ছড়িয়ে পড়ে। তবে এসব নিয়ে কথা বলেননি মিমি। কিন্তু সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে এক মোদি ভক্তর টুইটে রীতিমতো গর্জে উঠলেন মিমি। সোশাল মিডিয়াতেই অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় নামে এক মহিলাকে ধুয়ে দিলেন অভিনেত্রী।

এক্স হ্যান্ডেলে মিমি ও নুসরাতের পার্লামেন্টের ছবি শেয়ার করে অর্পিতা লিখলেন, 'ওরা জানত যে পরের ভোটে আর টিকিট পাবে না। তাই সংসদে ভবনে এসে বেশ মজা পাচ্ছিল। দিদি এভাবে ঠকাল!'

এই কটাক্ষের উত্তরেই মিমি লিখলেন, 'যদি হোমওয়ার্ক করে টুইটটা করতেন তবে, সত্যি তা গুরুত্ব দেওয়া হত। গতকাল থেকে দেখছি শুধু মেয়েরাই এরকমটা করে যাচ্ছেন। একজন নারীকে নিচু করে দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছু না ভেবেই। চিয়ার্সু আমরা আমার নারীবাদ ও নারীর সম্মান নিয়ে কথা বলি।'

এবারের জি সিনে অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার পেলেন যারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের জি সিনে অ্যাওয়ার্ডের আসর বসেছিল গত ১০ মার্চ। এদিন জমকালো আয়োজনে তারকাদের হাতে সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এবার সেরা অভিনয়শিল্পীর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি। অন্যদিকে সানি দেওল এবং কিয়ারা আদভানি পেয়েছেন ভিউয়ার্স চয়েজ অ্যাওয়ার্ড।

জি সিনে অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে শাহরুখ থেকে শুরু করে সানি দেওল, আলিয়া ভাট, কিয়ারা আদভানিসহ সাজপোশাকে রীতিমতো নজর কেড়েছেন তারকারা।

১১ মার্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রানির সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেন কিয়ারা। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলাম আমার পছন্দের অভিনেত্রীর সঙ্গে। ধন্যবাদ জি সিনে অ্যাওয়ার্ড আমায় সেরা অভিনেত্রী ভিউয়ার্স চয়েজ অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। যারা যারা আমায় ভোট দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ।

শুধু তারাই নন, এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রফির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন কার্তিক আরিয়ানও। পারফর্মার অব দ্য ইয়ারের পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

গেল বছর একসঙ্গে তিনটি ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা উপহার দিয়েছিলেন শাহরুখ। তার ২০২৩ মুক্তি পাওয়া তার অভিনীত সিনেমা 'জওয়ান' এবারের জি সিনে অ্যাওয়ার্ডে একাধিক খেতাব জয় করেছে। সিনেমাটি সেরা ফিল্ম, সেরা মিউজিক, সেরা ভিএফএক্স, সেরা অ্যাকশন, ইত্যাদি পুরস্কার পেয়েছে।

অন্যদিকে 'পাঠান' সিনেমার 'ঝুমে জো' গানটির জন্য সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অরিজিৎ সিং। আর এই সিনেমার 'বেশরম রং' গানের জন্য সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার নারীর পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পা রাও।

সেরা অভিনয়শিল্পী পপুলার চয়েজ-

শাহরুখ খান (জওয়ান এবং পাঠান), সেরা অভিনেতা ভিউয়ার্স চয়েজ: সানি দেওল (গদর ২), সেরা অভিনেত্রী পপুলার চয়েজ: রানি মুখার্জী (মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে), সেরা অভিনেত্রী ভিউয়ার্স চয়েজ: কিয়ারা আদভানি (সত্যপ্রেম কী কথা), পারফর্মার অব দ্য ইয়ার: কার্তিক আরিয়ান (সত্যপ্রেম কী কথা) এবং অনন্যা পাণ্ডে (খো গয়ে হাম কাহা)।

সেরা ফিল্ম-

জওয়ান, সেরা মিউজিক: জওয়ান, সেরা ভিএফএক্স: রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট (জওয়ান), সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: অনিরুদ্ধ (জওয়ান), সেরা মিউজিক ডিরেক্টর: অনিরুদ্ধ (জওয়ান), সেরা ডায়লগ: সুমিত আরোরা (জওয়ান), সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার: অরিজিৎ সিং এবং শিল্পা রাও (পাঠান), সেরা লিরিক্স: কুমার (চালেয়া জওয়ান), সেরা কোরিওগ্রাফি: বস্কো মার্টিস (পাঠান), সেরা কস্টিউম ডিজাইন: মণীশ মালহোত্রা (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি), সেরা গল্প: অ্যাটলি (জওয়ান)।

ওসিমেনের নাপোলিকে কাঁদিয়ে কোয়ার্টারে লেভার বার্সা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : নাপোলির মাঠে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ ড্র করে ফেরায় ঘরের মাঠে ফিরতি লেগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঁচা-মরার লড়াই। সেই লড়াইয়ে দুর্দান্ত নৈপুণ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে কাতালানরা। মঙ্গলবার নাপোলিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা। শেষ ষোলোর দুই লেগে ৪-২ গোলের অগ্রগামিতায় কোয়ার্টারে বার্সা। আগের কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিল বার্সেলোনা। ওই মৌসুম শেষে ক্লাব ছেড়ে চলে যান লিওনেল মেসি। তাকে ছাড়া এই প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনালে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। এতে বার্সা তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টারের টিকিট কাটলো চার বছর পর। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতের ম্যাচটি বার্সেলোনা-নাপোলির হলেও মূল আকর্ষণ ছিল দুই দলের দুই স্ট্রাইকার রবার্ট লেভান্ডোভস্কি ও ভিক্টর ওসিমেনের। যদিও দুজনের কেউই ভালো খেলতে পারেননি। লেভা গোল পেলেও, ওসিমেন পেলেন না। নেপলসে নাপোলির সঙ্গে প্রথম লেগে ১-১ গোলে ড্র করেছিল বার্সা। অস্থায়ী হোম গ্রাউন্ড অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ১৭ মিনিটের মধ্যে দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। দুটো গোলেই অবদান ছিল রাফিনহার। গোল দুটি আসে ফেরমিন লোপেজ এবং হোয়াও ক্যান্সেলোর পা থেকে। বিরতির আগেই নাপোলির হয়ে একটি গোল শোধ করেন আমির রহমানী। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সার লিড আরও মজবুত করেন রবার্ট লেভান্ডোভস্কি। এই জয়ে তিন মৌসুম পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বার্সেলোনা।

একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে পোর্তোকে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছে আর্সেনাল।

আইপিএলে কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে পান্তকে খেলার অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকা রিশাভ পান্ত খেলায় ফিরছেন পুরোপুরি ফিট হয়ে। আইপিএলের শুরুতে তার কিপিং করা নিয়ে জাগা শঙ্কা কেটে গেছে। তাকে কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার অনুমতি দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম।

আইপিএল বছরের বেশি দিয়ে এক সময় পর পান্তের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার কথা গত মাসে নিশ্চিত করেন তার দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-সত্বাধিকারী পার্থ জিন্দাল। আইপিএলে কিপিং করার সেসময়ই তিনি বলেছিলেন, অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন পান্ত। কিন্তু সংশয় ছিল তার কিপিং করা নিয়ে।

জিন্দাল বলেছিলেন, টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে পান্তকে কেবল ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এরপর তার শরীরের অবস্থা বুঝে নেওয়া হবে কিপিং করানোর সিদ্ধান্ত। দলের তারকা ক্রিকেটারকে নিয়ে দিল্লির এই সংশয় এবার পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিল বিসিসিআই।

পান্তের পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার ইঙ্গিত সোমবার দিয়েছিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। সঙ্গে বলেছিলেন, আইপিএলে কিপিং করার ওপর নির্ভর করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে তার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা।

তিনি বলেন, "সে ভালো ব্যাটিং করছে, কিপিংও ভালো করছে। খুব শিগগিরই আমরা তাকে ফিট ঘোষণা করব। সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারলে আমাদের জন্য তা হবে অনেক বড় পাওয়া। সে আমাদের বড় সম্পদ। যদি সে কিপিং করতে পারে, তাহলে বিশ্বকাপে খেলতে পারবে। দেখা যাক আইপিএলে কেমন করে।"

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ওই দুর্ঘটনায় কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান পান্ত। তার ডান হাঁটুর মূল তিনটি লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। এছাড়াও কবজি, অ্যাঙ্কেল, পায়ের অগ্রভাগসহ চোট পান নানা জায়গায়। আঘাত পান পিঠে ও মাথায়।

কয়েক দফায় অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে পান্ত অনুশীলনে ফিরেছেন অনেক দিন হয়েছে। বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছেন তিনি। বিসিসিআইয়ের সব পরীক্ষা উতরে এখন তিনি প্রস্তুত প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের লড়াইয়ে নামার।

আগামী ২২ মার্চ শুরু হবে এবারের আইপিএল। পরদিনই পাঞ্জাবের কিংসের বিপক্ষে মাঠে নামবে দিল্লি। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ম্যাচ দিয়েই শেষ হবে পান্তের দীর্ঘ অপেক্ষার।

চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরলেন মাউন্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচ খেলার পথে আরেক ধাপ এগিয়েছেন ম্যাসন মাউন্ট। চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই মিডফিল্ডার অবশেষে অনুশীলনে ফিরেছেন।

পায়ের পেশির চোটে গত চার মাস মাঠের বাইরে ছিলেন মাউন্ট। গত নভেম্বরে লুটন টাউনের বিপক্ষে ইউনাইটেডের ১-০ গোলে জেতা ম্যাচে সবশেষ খেলেন তিনি। চোট কাটিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার (১২ মার্চ) অনুশীলন শুরু করেছেন ২৫ বছর বয়সী মাউন্ট।

এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে আগামী রবিবার লিভারপুলের বিপক্ষে খেলবে ইউনাইটেড। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের এই ম্যাচ দিয়ে মাউন্টের ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আন্তর্জাতিক বিরতির পর ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে আগামী ৩০ মার্চের লিগ ম্যাচে মাউন্টকে পাওয়ার আশা করছে দল।

গত গ্রীষ্মের দলবদলে চেলসি থেকে ইউনাইটেডে নাম লেখান মাউন্ট। কয়েকটি ম্যাচ খেলার পর চোটের কারণে মিস করেন পাঁচটি ম্যাচ। এরপর মাঠে ফিরলেও শুরুর একাদশে জায়গা হারান এই ইংলিশ ফুটবলার। বেশ কয়েকটি ম্যাচে খেলেন বদলি হিসেবে।

এরপর ফের চোটের থাবা, যে চোট কাটিয়ে এখন ফেরার অপেক্ষায় আছেন চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২ ম্যাচ খেলা মাউন্ট।

মাউন্টের অনুশীলনে ফেরা ইউনাইটেডের জন্য বড় স্বস্তির খবর। কারণ, চোটের কারণেই বাইরে আছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেস, লুক শ ও অঁতনি মার্শিয়ালের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলাররা।

যে সিদ্ধান্ত বাবর আজম এখনও মানতে পারছেন না

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওপেনার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভালোই করছেন পাকিস্তানি ব্যাটার বাবর আজম। তবে এই ব্যাটারকে সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিন নম্বর পজিশনে খেলানো হয়েছে। তবে তখনই এই সিদ্ধান্তে খুশি থাকতে পারেননি বাবর। এবার বাবর সরাসরি নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় ওপেনিং পজিশনে ৭৭ ইনিংস খেলে ২৪টি ফিফটি ও ৩টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বাবর। এখানে তার গড় প্রায় ৪০। আর স্ট্রাইক রেট ১৩০.৫২। আর মোহাম্মদ রিজওয়ানের সাথে তার জুটিও ভিন্ন মাত্রা পায়। চলতি মৌসুমে পিএসএলে পেশোয়ার জালমিতে খেলছেন বাবর। এই আসরে ওপেনিং করে ৯ ইনিংসে করেছেন ৬২.২৫ গড়ে ৪৯৮ রান, স্ট্রাইক রেট ১৪৮.৬৫। এরপর গতকাল সোমবার পেশোয়ার জালমির খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাবর বলেন, 'ওপেনার হিসেবে এখানে পারফর্ম করার জন্য কোনো চাপে ছিলাম না। ওই সময়ে পাকিস্তান দলের চাহিদা অমন ছিলো। আমি পাকিস্তানের জন্য করেছি। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলব তিন নম্বরে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। যদিও আমি পাকিস্তানের জন্য করেছি।'

ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় জয়সওয়াল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান যশস্বী জয়সওয়াল। মঙ্গলবার ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে আইসিসি।

মাসের সেরা খেলোয়াড় হতে তিনি পেছনে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও শ্রীলঙ্কার পাথুম নিসাঙ্কাকে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটানোর পর থেকেই একের পর এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে চলেছেন তরুণ এই ব্যাটার। ব্যাট হাতে খেলেছেন একের পর এক আকর্ষণীয় শট। এ ছাড়াও ঝুলিতে রয়েছে অজস্র অর্ধশতরান ও শতরান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া টেস্ট সিরিজে তার পারফরম্যান্স ছিল দেখার মতো। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি দাগ কাটতে সফল হয়েছিলেন। যার জেরে তাকে সিরিজের সেরা ঘোষণা করা হয়।

তবে এবার যশস্বী জয়সওয়াল পরিশ্রমের ফল পেলেন। আইসিসির পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার ঘোষণা করা হয় তাকে।

গত মাসে ৩ টেস্ট খেলে ৫৬০ রান করেছেন জয়সওয়াল। প্রথম ম্যাচে হারলেও বিশাখাপত্তনমে তার ২১৯ রানের ইনিংসে ভর করে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। এরপর রাজকোট টেস্টেও ২১৪ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন তিনি। ইনিংসটি খেলার পথে ১২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন বাঁহাতি এই ওপেনার। যা টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড।

মাসসেরার পুরস্কার জিতে জয়সওয়াল বলেন, আইসিসির পুরস্কার পেয়ে আমি সত্যিই খুশি। আশা করি, সামনে আরও পাব।

এদিকে, মেয়েদের ক্রিকেটে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড।

বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারেন শামি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মোহাম্মদ শামির মাঠে ফেরার অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে আরও। শুরুতে শঙ্কা ছিল তার আইপিএলে খেলতে পারা নিয়ে। এখন, ফ্যাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্ট তো বটেই, আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তার খেলার কোনো সম্ভাবনা দেখেন না বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তার মতে, বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে হয়তো ফিরবেন ভারতীয় অভিজ্ঞ পেসার।

আগামী ২২ মার্চ শুরু হয়ে এবারের আইপিএলের পর্দা নামবে ২৬ মে। এর পরপরই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ১ জুন থেকে। বৈশ্বিক আসরের পর ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ভারতের। দুই দলের সিরিজটি শুরু হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে কোনো ধরনের ক্রিকেটে মাঠে নামতে পারেনি শামি। ঘরের মাঠের ওই আসর চলাকালেই এই চোট ভোগাচ্ছিল তাকে। ইনজেকশন নিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ খেলেন তিনি।

১৯ নভেম্বরের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আর মাঠে না থাকলেও ইনজেকশন নিতে হচ্ছিল শামিকে। ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডেও রাখা হয় তাকে। পরে মেডিকেল টিমের ছাড়পত্র না পাওয়ায় ছিটকে যান সফর থেকে। ছিলেন না তিনি ঘরের মাঠের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জেতা টেস্ট সিরিজে।

চোট কাটিয়ে উঠতে শেষ পর্যন্ত শল্যবিদের ছুরিকাঁচির নিচে যেতে হয় শামিকে। গত ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে তার অস্ত্রোপচার করানো হয়। জয় শাহ জানিয়েছেন, এখন দেশে ফিরেছেন শামি। তিনি বলেন, "তার অস্ত্রোপচার করানো হয়েছে। সে ভারতে ফিরে এসেছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘরের মাঠের সিরিজ দিয়ে শামি ফিরতে পারে।"

এছাড়া ঊরুর চোটের সঙ্গে লড়াই করা লোকেশ রাহুলের অবস্থাও জানিয়েছেন জয় শাহ। বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসন শুরু করেছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান। তার আইপিএলে খেলার সম্ভাবনাও ঝুলছে অনিশ্চয়তার সুতোয়।

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মার্শ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক থাকবেন মিশেল মার্শ। অস্ট্রেলিয়ার হেড কোচ আন্দ্রে ম্যাকডোনাল্ড এমনটাই জানিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি ও টনি ডডিমেড এবং নির্বাচক প্যানেলের অংশ হেড কোচ ম্যাকডোনাল্ড বোর্ডকে অধিনায়ক হিসেবে মার্শের নাম সুপারিশ করেছেন। কোচ ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'আমি মনে করি, সব কিছুই মার্শের পক্ষে। টি-২০ দল সে যেভাবে পরিচালনা করে আমরা তাকে আনন্দিত। আমার মতে, সে টি-২০ বিশ্বকাপে দলের নেতা।'

ঘরের মাঠে সর্বশেষ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ অধিনায়ক ছিলেন অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি অবসর নেওয়ার পর মার্শ ও ম্যাথু ওয়েড অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ দলের দায়িত্ব সামলেছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR